Turning Point

Bank Job Aid

Focus Writing Module – 12

Developed & Presented by

Aashfak Dipu
Turning Point

A Complete Preparatory Package for Bank Job Written Part

Session Content

1. **Contribution of Remittance Income in Economic Development of Bangladesh.**
2. **Role of Remittance Income in Maintaining Macroeconomic Stability of Bangladesh .**
3. **'Remittance is the life blood of Bangladesh economy' – Explain.**
4. **Steps Taken for Augmenting Remittance Inflows in Bangladesh.**
5. বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় বৈদেশিক আয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

Contribution and Role of Remittance Income in Economic Development and Macroeconomic Stability in Bangladesh

Out of total $700 Billion of global remittance market, Bangladesh shares only $22B which is below 3% of global share and covers average 6% of national GDP. Since 1975, Bangladesh has received more than $300 Billion remittance income and stands as being the 7th largest recipient country, according to World Bank. Since 90's, remittance has become the driving force for poverty alleviation, foreign exchange reserve maintenance, balance of payment management and overall macroeconomic stability.

A billion dollar benchmark in 1993 reached to $15 B in 2015 and approximately $ 22B in 2022 showing a steady remittance growth for Bangladesh. The trajectory of development history of Bangladesh is parallel with the growth of remittance; remittance ultimately fuelled Bangladesh in her exemplary success in poverty reduction. Due to remittance and work opportunity in RMG sector, Bangladesh could lift out 35 million people out of poverty in last 20 years.

A large population with growing industrialization and export thirst made Bangladesh an import led country with a huge challenge of BOP management. Chronic trade deficit with huge current account deficit has been neutralized by the remittance earnings over the period, as recorded. Due to robust inflow of remittance income, foreign exchange reserve reached to a historic high in 2020 and factually supported Bangladesh to stand strong against challenges of corona pandemic amidst sharply falling export income.

The inflow of remittance has positive impact on economic growth in terms of consumption; savings and investment. Remittance boosts consumption as well as savings in micro level and thus encourages small scale investments in SME efforts. Even it can also reduce domestic macroeconomic volatility thereby encouraging aggregate domestic investment.

Remittance increases educational, medical and nutritional spending in recipient families which is the key to success for Bangladesh in HDI. Remittance has a positive impact on growth due to increasing saving rate and further investment.

At the aggregate level, the inflow of remittance affects the economic growth positively through current account deficit, increasing foreign exchange reserves, stabilizing exchange rate, improving financial market and increasing the production activities.

Remittance indirectly facilitates economic growth by increasing the ratio of Broad Money (M2) to GDP. Remittances help to alleviate credit constraints for the poor, substitute for the lack of financial development, improve capital allocation, and therefore accelerate economic growth. The contributory role of remittance justified it as being the life savings blood for the Bangladesh economy.

Read the text carefully and write the following questions:

1. How remittance contributed in poverty alleviation success for Bangladesh?
2. How remittance income kept the economy balanced over the period?
3. How remittance contributed in overall growth performance for Bangladesh?
4. How remittance income can boost private consumption, savings and investment simultaneously?
5. What would happen if there were no remittance for Bangladesh?
6. Give a suitable title for the given text comprehending the main idea.

Steps Taken for Augmenting Remittance Inflows

The inward remittance plays a vital role in driving the Bangladesh economy, significantly contributing to the development of rural areas. It is critical to strengthen the current account balance and build net international reserves. To increase the inflow of inward remittances, the government and the Bangladesh Bank have implemented various policy measures, including the following noteworthy **10 initiatives**:

1. Beneficiaries of wage earner remitters receive a 2.50 percent cash incentive on top of the market-determined exchange rate for any amount of remittance inflow.
2. Measures have been taken to cease hundi-related activities by utilizing mobile financial services and addressing mis-invoicing. This process is ongoing and will continue in the future.
3. The Bangladesh Bank has removed the limit on fund transfers through Internet banking for remittances, as well as the cap on interest rates for deposits in non-resident foreign currencies.
4. The non-resident foreign currency deposit (NFCD) rate has been increased to attract more NFCD. Non-resident Bangladeshis (NRBs) can now use their passports as a document to invest in wage earners' bonds instead of the National ID.
5. The documentation requirement for wage earners' remittances of any amount has been eliminated. Additionally, the requirement of a declaration on Form-C has been waived for inward remittances up to USD 20,000 or its equivalent.
6. All fees associated with sending remittances through Bangladeshi banks and exchange houses have been exempted, and the highest exchange rate is offered for inward remittances.
7. Mobile Financial Service providers can transfer remittances using web-based mobile apps, allowing remitters to send their remittances directly to beneficiaries' accounts or wallets from their mobile phones without visiting exchange houses or banks.
8. Local banks are no longer required to obtain prior permission from the Bangladesh Bank to establish drawing arrangements with foreign exchange houses.
9. A market-driven exchange rate has been adopted to reduce the gap between formal and informal exchange rates, attracting more remittances through banking channels.
10. BFIU and other law enforcing agencies are working to identify people who are engaged with Hundi activities to curb the unofficial channels.

These initiatives reflect a proactive approach to harnessing the potential of inward remittances for the country's economic growth and development. By facilitating a favorable environment for remittances, Bangladesh Bank aims to further capitalize on this vital source of income and contribute to the well-being of its people and the nation as a whole.

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় বৈদেশিক আয়ের ভূমিকা।

১৯৭২ সালের মাত্র ৬ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং শতকরা ৯০ ভাগ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করা প্রায় ৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দারিদ্র বিমোচনের রোল মডেল এবং মাত্র ৫ দশকবাদে বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। সময়ের সাথে সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও দেশের গ্রামীন অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নির্ভরতার এবং একইসাথে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখা রেমিট্যান্স আয় সময়ের সাথে সাথে এখন সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত উৎস হয়ে উঠেছে।

সত্তুর এবং আশির দশকে উল্লেখযোগ্য পরিমান কোন রেমিট্যান্স আয় না থাকায় দেশজ বিনিয়োগের অপ্রতুলতার কারণে প্রবৃদ্ধির হার ৩%-৪% এর গন্ডি পেরোতে পারেনি। ১৯৯৩ সালে প্রথমবারের মতো পাওয়া ১ বিলিয়িন ডলার রেমিট্যান্স আয় নব্বই দশক শেষে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে; যার হাত ধরে শুরুর দুই দশকের শীর্ণতা ভেঙে দেশের জিডিপি প্রথমবারের মত ৫০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে। ২০০৫ সাল নাগাদ রেমিট্যান্স আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৫ বিলিয়ন ডলারে যার ফলশ্রুতিতে প্রথমবারের মতো জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫০% এর মাইলফলক অতিক্রম করে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১১ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আয় দ্বিগুন হয়ে ২২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যা একইসময়ে দেশের জিডিপি ১১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে চার গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর যুগান্তকারী সফলতায় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। রেমিট্যান্স আয়ের অনন্য আশির্বাদের কল্যাণে নব্বই দশকের মাত্র ৩০০ ডলারের মাথাপিছু আয় প্রায় ১০ গুন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০০ ডলারের কাছাকাছি, যার ফলশ্রুতিতে দেশের চরম দারিদ্রের হার ১৯৯১ সালের ৪৩% থেকে ২০২০ সালে ৬% এর নিচে (৫.৬%) নেমে এসেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আয় করেছে বাংলাদেশ, যা শুধু দেশের দারিদ্র বিমোচনে সফলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে তা নয়; দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ঘাটতি মিটিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষায় নির্নায়ক ভূমিকা রেখেছে। দেশের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে সর্বশেষ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে রেমিট্যান্স আয়ে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে পেরেছে যা একইসময়কালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই দেশের রপ্তানির আয়ের চেয়ে আমদানী ব্যয় বেশি হওয়ায় ক্রমাগত বেড়ে চলা বানিজ্য ঘাটতির দাঁয় পরিশোধ করে রেমিট্যান্স আয় দেশের বৈদেশিক বানিজ্যকে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল রেখেছে। দেশের এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধি এবং এর হাত ধরে অর্জিত গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধমে দারিদ্র বিমোচনে যুগান্তকারী সাফল্যের নেপথ্য শক্তি আমাদের রেমিট্যান্স আয়। গবেষণা বলছে, ১ ডলারের রেমিট্যান্স আয় দেশের অর্থনীতিতে ৮ ডলার পরিমান সুবিধা ও সম্ভাবনা যোগ করে এবং এই সৃষ্টিশীল আত্মবিশ্বাসের প্রবাহমান ধারা বিগত ৫ দশক যাবৎ দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উন্নত দেশের পথে দেশকে সক্ষমভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপি ৭০০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স বাজারে বাংলাদেশের দখল ৩ শতাংশেরও কম এবং একইসাথে দেশের জিডিপির মাত্র ৬ শতাংশের কাছাকাছি যা এই খাতের আরও বিকাশের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পরিকল্পিত উপায়ে নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি ও বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আয় বাড়িয়ে নিতে পারলে এটাই হবে আগামীর উন্নত বাংলাদেশের পথ-পরিক্রমায় দেশজ সম্পদের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বস্ত উৎস। রেমিট্যান্স আয়ের বহুমূখী আশির্বাদই আগামীর বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ দারিদ্রমুক্ত করে সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত দেশে পরিণত হওয়ার পথে সম্পদের যোগান আর আত্মবিশ্বাসের কান্ডারি হয়ে পথ দেখাবে।

প্রায় ১৩ মিলিয়ন প্রবাসী শ্রমিকের মাথার পবিত্র ঘাম যেসব পা ভিজিয়ে দেয় প্রতিদিন, সেই ২৬ মিলিয়ন শক্তপোক্ত ও দ্বায়িত্বশীল পায়ের উপরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের অর্থনীতি ইতোমধ্যে অর্জন করেছে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থিথিশীলতা। দেশের অতীত সময়কালে অর্থনীতির নিদারুন সংকটে একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকা রেমিট্যান্স আয়ের কাংখিত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেই কখনো পথ হারাবে না ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।